পেনশন ও আনুতোষিক

মোঃ হায়দর আলী
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

একটি নির্দিষ্ট সময়কাল চাকরিতে অধিষ্ঠিত থাকার পর বিধি মোতাবেক অবসর গ্রহণ করলে অথবা চাকরিরত অবস্থায় অথবা অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করলে অতীত কৃত চাকরির জন্য সংশ্লিষ্ট চাকরিজীবি কিংবা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে প্রদেয় বেতনভিত্তিক মাসিক ভাতাই পেনশন।

পেনশনের সমর্পণকৃত অংশের পরিবর্তে এককালীন যে অর্থ প্রদান করা তাই আনুতোষিক হিসাবে অভিহিত।

বিভিন্ন প্রকার পেনশন:

পেনশনযোগ্য চাকরির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কিংবা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে বিধি মোতাবেক নিম্নোক্ত প্রকারের পেনশন প্রদানের বিধান রয়েছে।

ক্ষতিপূরণ পেনশন (Compensation Pension): (বি এস আর পার্ট-১ এর বিধি ৩০৮-৩২০)
কোন স্থায়ী পদ বিলুপ্তির কারণে কোন কর্মচারী ছাটাই হলে এবং ছাটাইয়ের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিচেনায় কমপক্ষে সমমর্যাদা সম্পন্ন অথবা নিম্ন বেতন স্কেলের অন্য কোন পদে নিয়োগ বা আত্মীয়করণ করা না হলে অথবা নিয়োগ/আত্মীয়করণের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করলে উক্ত কর্মচারীকে তাঁর কৃত পেনশনযোগ্য চাকরির জন্য যে পেনশন দেয়া হয়, তাই ক্ষতিপূরণ পেনশন।

অক্ষমতাজনিত পেনশন (Invalid Pension): (বি এস আর-৩২১-৩৩৬)
শারিরীক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কোন কর্মচারী প্রজাতন্ত্রের চাকরির জন্য অথবা যে চাকরিতে নিয়োজিত আছেন, উক্ত চাকরির জন্য মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে যে পেনশন প্রাপ্য হয়, তাই অক্ষমতাজনিত পেনশন।

অক্ষমতাজনিত পেনশন প্রাপ্তির শর্ত ও নিয়মাবলী:

(১) শারিরীক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে (বিএসআর ৩২১)।

(২) এই অক্ষমতা মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দ্বারা প্রত্যায়িত হবে; (বি এস আর-৩২২)

(৩) অন্য কোন কারণে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত (Discharge) কোন কর্মচারী অক্ষমতার স্বপক্ষে অক্ষমতাজানিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করলেও অক্ষমতাজনিত পেনশন পাবে না (বি এস আর-৩৩২)।

(৪) এই অক্ষমতা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন বা অমিতাচারী বদ অভ্যাসের প্রত্যক্ষ কারণে হলে পেনশন মঞ্জুর করা যাবে না।

বার্ধক্যজনিত পেনশন (Superannuation Pension): বি এর আর-৩৩৭)
কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হলে বিধি মোতাবেক চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে এর জন্য যে পেনশন তা বার্ধক্যজনিত পেনশন।

অবসরজনিত পেনশন (Retiring Pension):

মোট চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হবার পর-

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ (১) ধারা মোতাবেক স্বেচ্ছায় অবসর।

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ (২) ধারা মোতাবেক জনস্বার্থে অবসর।

(১) পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে পরিবার বলতে বুঝাবে–

এ) পুরুষ কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণ;

বি) মহিলা কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্বামী;

সি) কর্মচারীর সন্তান;

ডি) কর্মচারীর মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী।

সরকারী কর্মচারীর পরিবারের সংজ্ঞায় কর্মচারীর নিম্নোক্ত আত্মীয়বর্গও অন্তর্ভুক্ত হবে–

(এ) ১৮ বৎসরের কর্ম বয়স্ক ভাই;

(বি) অবিবাহিতা এবং বিধবা বোন;

(সি) পিতা;

(ডি) মাতা।

(i) পুরুষ কর্মচারীর ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী/স্ত্রীগণ এবং মহিলা কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্বামী। তবে কর্মচারীর একাধিক স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে ২৫ বছরের অধিক বয়স্ক পুত্র ও বিবাহিতা কন্যাগণ বাদে অন্যান্য সন্তান এবং স্ত্রী মিলে মোট সদস্য সংখ্যা যদি ৪ (চার) এর অধিক না হয়, তাহা হইলে ২৫ বছরের অধিক বয়স্ক পুত্র ও বিবাহিতা কন্যাগণ বাদে অন্য সদস্যগণের মধ্যে পেনশন সমহারে বন্টিত হবে। কিন্তু তাঁদের মিলিত সংখ্যা ৪ (চার) এর অধিক হলে স্ত্রীগণ প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ হিসাবে পাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে, অবশিষ্টাংশ সন্তানদের মধ্যে (২৫ বছরের অধিক বয়স্ক পুত্র এবং বিবাহিত কন্যাগণ বাদে) সমহারে বন্টন করতে হবে।

প্রতিবন্ধী সন্তানের পেনশন:

পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা ৩.০৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী সন্তান আজীবন পেনশন পাবেন।

অসাধারণ পেনশন : (Extra Ordinary Pension) : (বিএসআর পার্ট-১৩০, বিধি ৪০৩-৪২৮)

সাধারণ ঝুঁকি সম্বলিত দায়িত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্বলিত দায়িত্ব পালনকালে আহত বা নিহত হলে তার পরিবারকে যে পেনশন দেয়া হয় তা অসাধারণ পেনশন। পেনশনযোগ্য চাকরিকালের জন্য প্রাপ্য পেনশনের অতিরিক্ত পেনশন।

বিভিন্ন প্রকার অবসর

১. বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement):

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ জারীর পূর্বে বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৫৫ বছর, ২২ নভেম্বর-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে হতে ৫৭ বছর করা হয়। গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৪ ধারার বিধান অনুসারে কোন কর্মচারীর বয়স ৫৭ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে বধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করতে হয়।

২. ঐচ্ছিক অবসর (Optional Retirement):

গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারার (১) উপধারার অধীনে একজন সরকারী কর্মচারী চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক অবসর গ্রহণ করিতে পারেন। উক্ত আইনের ৯ ধারার (২) উপধারার অধীনে চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সরকার কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন কর্মচারীকে জনস্বার্থে অবসর দিতে পারেন। ঐচ্ছিক অবসর দুই প্রকার, যথা- (ক) স্বেচ্ছায় অবসর এবং (খ) জনস্বার্থে অবসর।

(ক) স্বেচ্ছায় অবসরঃ

কোন গণকর্মচারী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চাকরি করার পর নিজের ইচ্ছানুযায়ী অবসর গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(১) উপধারার অধীনে অবসর গ্রহণ করলে উক্ত অবসর গ্রহণকে স্বেচ্ছায় অবসর বলে। স্বেচ্ছায় অবসর সংক্রান্ত বিধানাবলী নিম্নরূপ ঃ-

(১) গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(১) ধারার বিধান অনুযায়ী কোন গণকর্মচারী তাঁর চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন।

(২) গণকর্মচারী (অবসর) বিধিমালা, ১৯৭৫ এর বিধি-৯ এর বিধান মতে কোন গণকর্মচারী অবসর আইনের ৯(১) উপধারার অধীনে অবসর গ্রহণের অপশন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে অবসর প্রস্তুতি ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(এ) যে তারিখ হতে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, উক্ত তারিখের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে অবসর গ্রহণের আবেদন করতে হবে;
(বি) যে তারিখ হতে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, উক্ত তারিখ আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে;
(সি) ছুটির মেয়াদ আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে; এবং
(ডি) ছুটির প্রাপ্যতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) মোট চাকরিকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হলেই স্বেচ্ছায় অবসরের অপশন গ্রহণ করা যাবে। তবে পেনশন প্রাপ্য হবে পেনশনযোগ্য চাকরিকালের ভিত্তিতে।

(খ) জনস্বার্থে অবসরঃ

চাকরির ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(২) উপধারার অধীনে সরকার জনস্বার্থ বিবেচনা পূর্বক কোন কর্মচারীকে কোন প্রকার কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে অবসর প্রদান করিলে উক্তরূপ অবসর জনস্বার্থে অবসর হিসাবে গণ্য।

অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর (Retirement due to incapacitation):

প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মচারী শারিরীক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে প্রজাতন্ত্রের চাকরির জন্য অথবা যে চাকরিতে নিয়োজিত আছে, উক্ত চাকরির জন্য মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্থায়ীভাবে অক্ষম বলে ঘোষিত হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে উক্ত অবসর অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর হিসাবে গণ্য। (বি এস আর-৩২১।)

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement as a penal measure) : (সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫)

(১) বাধ্যতামূলক অবসর গুরুদন্ড হিসাবে গণ্য। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধ:স্তন কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারেন না।

(৩) ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার ক্ষেত্রে কর্মকমিশনের পরামর্শ মাধ্যতামুলক।

অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্য সুবিধাদি:

(ক) **পেনশন:** অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী কর্মচারী আজীবন পেনশন পাবেন।

(খ) **আনুতোষিক:** অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের সময় সমর্পণকৃত পেনশানের জন্য নির্ধারিত হারে আনুতোষিক পাবেন।

(গ) **চিকিৎসাভাতা:** অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী কর্মচারী নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা পাবেন।

(ঘ) **চিকিৎসা সুবিধা:** চিকিৎসা সুবিধা বিধিমালা, ১৯৭৪ মোতাবেক সরকারী হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।

(ঙ) **যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল সুবিধা:** কর্মরত অবস্থায় বা অবসর গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার নির্ধারিত হারে যৌথবীমা ও কল্যাণ অনুদান পাবেন।

পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা, শর্ত ও নিয়মাবলী:

ক। কর্মচারীর আচরণ:

১। ভবিষ্যত ভাল আচরণ পেনশন মঞ্জুরীর একটি অন্তর্নিহিত শর্ত।

২। বিচার বিভাগীয় বা বিভাগীয় মামলায় যদি প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্মকালীন সময়ের কোন প্রতারণা বা অবহেলার কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তাহলে উক্ত ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন হতে আদায়ের আদেশদানের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংরক্ষণ করেন।

৩। অসদাচরণ, অদক্ষতা বা দেওলিয়া হওয়ার কারণে চাকরি হতে বরখাস্ত বা অপসারিত হলে পেনশন পাবেন না।

খ। যে যে ক্ষেত্রে পেনশনের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়:

(গ) পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

(এ) কোন কর্মচারী একই সময়ে একই পদে বা একই ধারাবাহিক চাকরি দ্বারা দুইটি পেনশন অর্জন করিতে পারিবে না।

(বি) একই সঙ্গে দুইজন কর্মচারী একই পদের চাকরি পেনশনের জন্য গণনা করতে পারবেন না। (বি এস আর-২৫১।)

(ঘ) পেনশন প্রাপ্তির শর্ত ও নিয়মাবলী:

১। আঠার বছর বয়স পূর্তির পরের চাকরি পেনশনযোগ্য চাকরি হিসাবে গন্য হবে। (স্মারক নং MF(ID)I-2/77/856. তারিখঃ ২০ ডিসেম্বও, ১৯৭৭)

২। নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ না হলে কোন চাকরি পেনশনযোগ্য চাকরি হিসাবে গণ্য হবে না।
প্রথমত ঃ এই চাকরি সরকারের অধীনে চাকরি হতে হবে।
দ্বিতীয়তঃ এই নিয়োগ স্থায়ী হতে হবে।
তৃতীয়তঃ এই চাকরির জন্য সরকারী খাত হতে বেতন ভাতাদি প্রদত্ত হতে হবে। বি এস আর-২৫৮।

পেনশন ও আনুতোষিক নির্ণয়:

১। যদি পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ৩ বৎসর বা তৃতোধিক কিন্তু ৫ বছরের কম হয় ৩ মাসের বেতনের সমান এককালীন আনুতোষিক পাবেন। চাকরিকাল ৫ বৎসর বা ততোধিক কিন্তু ১০ বৎসরের কম হলে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১ মাসের বেতন হিসেবে সর্বাধিক ১৫০০০/- (পনের হাজার টাকা) পাবেন। (MF(ID)I-2/77/856. তারিখঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৭)।

২। একজন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের সময় তাঁর গ্রস অর্থাৎ মোট পেনশনের অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পন করবেন। (স্মারক নং MFP (FD/Regn-1/3p-22/82/14. তারিখ: ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮২)।

৩। **বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পনকৃত প্রতি এক টাকার জন্য নিম্নোক্ত হারে আনুতোষিক প্রাপ্য:**

(ক) পেনশনযোগ্য চাকরিকাল দশ বছরের বা ততোধিক কিন্তু পনের বছরের কম হলে সমর্পনকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২৩০/- টাকা হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন।

(খ) পেনশনযোগ্য চাকরিকাল পনের বছর বা ততোধিক কিন্তু বিশ বছরের কম হলে সমর্পনকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২১৫.০০ টাকা হারে আনুতোষিক পাবেন।

(গ) পেনশনযোগ্য চাকরিকাল বিশ বছর বা ততোধিক কিন্তু বিশ বছর বা ততোধিক হলে সমর্পনকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২০০.০০ টাকা হারে আনুতোষিক পাবেন। (স্মারক নং অম (বিধি-১) ৩পি-২৮/৮৫/৬২, তারিখঃ ৫ জুলাই, ১৯৮৯।

৪। একজন কর্মচারী গ্রস পেনশনের ৫০ ভাগ সমর্পনের অতিরিক্ত হিসাবে অবশিষ্ট ৫০ ভাগও সমর্পন করতে পারবেন। অতিরিক্ত সমর্পনকৃত ৫০ ভাগের জন্য নির্ধারিত বিনিময় হারের অর্ধহারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন এবং অতিরিক্ত সমর্পনের বিষয়টি পেনশনের প্রথম আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। (স্মারক নং অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৬(অংশ-২)/১৩৫, তারিখঃ ৮ অক্টোবর, ২০০১)।

৫। একজন সরকারী কর্মচারী নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত হারে পেনশন প্রাপ্য হবে:

পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	পেনশনের পরিমাণ
১০ বৎসর	৩২ %
১১ বৎসর	৩৫ %
১২ বৎসর	৩৮ %
১৩ বৎসর	৪২ %
১৪ বৎসর	৪৫ %
১৫ বৎসর	৪৮ %
১৬ বৎসর	৫১ %
১৭ বৎসর	৫৪ %
১৮ বৎসর	৫৮ %
১৯ বৎসর	৬১ %
২০ বৎসর	৬৪ %
২১ বৎসর	৬৭ %
২২ বৎসর	৭০ %
২৩ বৎসর	৭৪ %
২৪ বৎসর	৭৭ %
২৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব	৮০ %

(স্মারক নং অম (বিধি-১)৩পি-২৮/১০৬, তারিখঃ ৪ নভেম্বও, ১৯৮৯)

দায়িত্ব হস্তান্তর:

সরকারী কর্মচারীর ৫৭ বছর বয়স পূর্তির দিনটি সরকারী ছুটির দিন হলেও উক্ত তারিখেই দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে অথবা ছুটি আরম্ভের আগে তা সমাধা করতে হবে। ৫৭ বছর বয়স পূর্তির তারিখের পরবর্তী কোন তারিখে তা করা যাবে না। এল পি আর এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। (ED(Reg-iv)-186/83-58, তারিখঃ ১৬ জুন, ১৯৮৩)

পাওনা ছুটির নগদায়ন:

১। পাওনা ছুটির সর্বাধিক ১২ মাস পর্যন্ত বিক্রি করতে পারবেন।

২। দন্ড হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ১২ মাসের ছুটি নগদায়ন সুবিধা পাবেন। (স্মারক নং অম(অবি)/প্রবি-২/ছুটি-৩/৮৫/৫১, তারিখঃ ৩০ মে, ১৯৮৯)

পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা:

২। **অবসরজনিত পেনশন:**

২.১। কল্যাণ কর্মকর্তা

২.০২। সার্ভিস বুক সংরক্ষণ:

২.৩ । কর্মকর্তাদের চাকরির বিধান:

২.১৩। পেনশন সমর্পন:

৩। **পারিবারিক পেনশনঃ**

৩.০২। পুত্র সন্তানের বয়সসীমাঃ

৩.০৩। অবিবাহিতা/বিধাব/তালাক প্রাপ্তা কন্যার বয়সসীমাঃ

পেনশনারদের অবসর গ্রহণের তারিখ হতে মোট ১৫ বছরর মেয়াদকাল পূর্তির কোন সময়কাল অবশিষ্ট থাকলে এই আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে অবশিষ্ট সময়কালের জন্য মেয়াদকালের অবশিষ্ট সময়কাল পূর্তি পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

৩.০৪। প্রতিবন্ধী সন্তানঃ

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন) এর ২ নং ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী সন্তান ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখ হইতে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হইবেন। তবে, উক্ত আইনের ১৩(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিবন্ধন সম্পর্কীত পরিচয় পত্রের অনুলিপি পেনশন পেপারের সাথে জমা দিতে হইবে।

৩.০৫। বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রেঃ

পূর্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে সকল বিধবা স্ত্রী ০১-০৬-১৯৯৪ তারিখে পারিবারিক পেনশন পেতেন/প্রাপ্ত হতেন অথবা পরবর্তী সময়ে প্রাপ্য হবেন, তাঁরা পুন:বিবাহ না করলে ০১-০৬-১৯৯৪ তারিখ হতে পূর্ণ হারে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে পেনশন সমর্পন করতে পারবেন না।

৩.০৬। অবসর গ্রহণের পরে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনের হারঃ

একজন চাকুরে অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পরিবার যে হারে পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হতেন, অবসর গ্রহণের পর মৃত্যু বরণ করলে ০১-০৬-১৯৯৪ তারিখ হতে একই হারে তাঁর পরিবার/মনোনীত ব্যক্তি পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

৩.০৭। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পেনশনঃ

আত্মহত্যার কারণে মৃত চাকুরের পরিবারকে (যদি থাকে) স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক প্রদান করতে হবে।

৪। পেনশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী:

৪.০২। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনঃ

পেনশন মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিচনার প্রয়োজন হবে না।